নির্বাণ

যেমন দৃঢ় মূল শিকড় উৎপাটিত না হলে ছিন্ন বৃক্ষ পুনর্বার উজ্জীবিত হয়ে ওঠে, সেইরূপ চিত্ত-সন্ততিতে অনুশায়িত তৃষ্ণার সমুচ্ছেদনা হলে এই দুঃখময় জীবন পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়। সেই কারণে ধর্মচক্র প্রবর্তন সুত্তে বুদ্ধ বলেছেন, "তৃষ্ণার অত্যন্ত নিবৃত্তি, পরিত্যাগ ও বিনাশই দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য"। বিষয় ও তদ্বিষয়ে বিচার দ্বারা যখন হৃদয়ের তৃষ্ণা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় তখনই তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়। তৃষ্ণার নিবৃত্তি হলে উপাদান নিরুদ্ধ হয়, উপাদানের নিবৃত্তি হলে ভব নিরুদ্ধ হয়, ভব নিরুদ্ধ হলে পুনর্জন্মের নিবৃত্তি হয়। পুনর্জন্মের নিবৃত্তি হলে জরা-মরণাদির সম্পূর্ণ উপশম হয়। এই প্রকারে দুঃখের যে নিবৃত্তি হয় সেই নিবৃত্তিতে আর কখনো ছেদ পড়ে না। ফলে দুঃখের আত্যন্তিক নিরোধ হলে দুঃখ আর কখনোই আবির্ভূত হতে পারে না। দুঃখের এইরূপ আত্যন্তিক নিরোধকে বলা হয় নির্বাণ।

নির্বাণ শব্দটি নি-উপসর্গের সঙ্গে বান/বাণ শব্দের সমন্বয়ে উৎপন্ন। বান তৃষ্ণারই নামান্তর। তৃষ্ণা অপর সাধারণ সহকারী কারণ সহযোগে জীবগণকে ভব থেকে ভবান্তরে রজ্জুবৎ সিব্বন বা বন্ধন করে বলে বান নামে অভিহিত। এখানে 'নি' উপসর্গ তৃষ্ণার অভাব। সুতরাং যে ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে, স্বয়ং উপলব্ধি করলে জন্ম জন্মাতর ধরে কৃত তৃষ্ণা বন্ধন ছিন্ন করতে সমর্থ হয় তারই নাম নির্বাণ।

আবার, 'ণ' সহযোগে 'বাণ' শব্দের অর্থ হল অগ্নি। এই অর্থে 'নির্বাণ' শব্দের অর্থ হল রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি এবং মোহাগ্নির চিরতরে নির্বাপণ বা ধ্বংস। এই বিশ্ব সংসার জন্ম, ব্যাধি, মৃত্যু, দুঃখ, শোক, পরিবেদনা প্রভৃতির দ্বারা বহ্নিমান। এই রাগদ্বেষাদি অগ্নির চির নির্বাপণ হল নির্বাণ।

নির্বাণের স্বরূপ

Debabrata Saha.

Scanned by CamScanner

নির্বাণ হল অচ্যুতপদ অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করলে তা থেকে চ্যুত হয়ে কোথাও পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। পুনরায় নির্বাণ হল অত্যন্তপদ অর্থাৎ অন্তহীন (=অনন্ত) পদ। নির্বাণ অসংস্কৃত অর্থাৎ কার্য-কারণ-জ্ঞাত নয়। নির্বাণ অনুত্তর পদ অর্থাৎ শান্তিপদ। নির্বাণের স্বরূপ, আকার, বয়স ও পরিমাণ উপমা যুক্তি ও প্রনালী দ্বারা প্রদর্শন করা যায় না। কিন্তু পার্থিব কিছু গুণের দ্বারা উপমা প্রদর্শন করা যায়। যেমন,

১) পদ্ম যেমন জল দ্বারা লিপ্ত হয় না, সেইরূপ নির্বাণ সর্ববিধ কুলষে নির্লিপ্ত থাকে। পদ্মের এই গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট আছে।

২) জলের দুপ্রকার গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট আছে। জল যেমন শীতল, দাহশান্তিকারক, সেইরূপ নির্বাণ শীতল এবং সর্ববিধ ক্লেশদাহ উপশমকারক। আবার জল যেমন ক্লান্ত, তৃষিত, পিপাসার্ত ও ঘর্মাক্ত মানুষ ও পশু-পক্ষীদের পিপাসাবিনোদন করে, সেইরূপ নির্বাণ কাম-তৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও ভবতৃষ্ণা ও বিভব তৃষ্ণার পিপাসা দমন করে।

৩) আকাশের গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট। আকাশ যেমন জন্মে না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, উৎপন্ন হয় না, কেউ লুঠ করতে পারে না, অনাশ্রিত, অবাধ, বিহগ গমনের অনুকূল, আবরণহীন ও অনন্ত, সেইরূপ নির্বাণ জন্মে না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, উৎপন্ন হয় না, কেউ লুঠ করতে পারে না, অনাশ্রিত, নিরাবরণ ও অনন্ত।

৪) রক্তচন্দনের গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট। রক্তচন্দন যেমন দুর্লভ, সেইরূপ নির্বাণও দুর্লভ। আবার রক্তচন্দন অসম সুগন্ধ, সেইরূপ নির্বাণও অসম সুগন্ধ।

৫) গিরিশিখরের গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট । গিরিশিখর যেমন অতি উচ্চ, সেইরূপ নির্বাণও অতি উচ্চ। আবার গিরিশিখর অচল, সেইরূপ নির্বাণও অচল। আবার গিরিশিখর দুরারোহ, সেইরূপ নির্বাণও দুরারোহ। আবার গিরিশিখর সর্ববিধ বীজের অনুৎপত্তিস্থান, সেইরূপ নির্বাণও সর্ববিধ ক্লেশের অনুৎপত্তিস্থান।

Debahuti Saha.

Scanned by CamScanner

নির্বাপিতের অবস্থাভেদে এবং সুখপ্রাপ্তির পর্যায় বিশেষে নির্বাণ দুই প্রকার। যথা, সোপাদিশেষ নির্বাণ এবং অনুপাদিশেষ নির্বাণ। উপাদি (উপাদান) বা পঞ্চস্কন্ধময় শরীর বিদ্যমান রেখে সমুদয় চিত্তক্লেশ ধ্বংস করে যারা অর্হৎ হয়েছেন তারা সোপাদিশেষ নির্বাণে নির্বাপিত। আর তাঁদের মৃত্যু হলে পঞ্চস্কন্ধের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। তখনই তারা অনুপাদিশেষ নির্বাণ লাভ করেন।

সম্ভাব্য প্রশ্নঃ

১। নির্বাণ কি ?

২। নির্বাণের স্বরূপ আলোচনা করো।

৩। নির্বাণ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ কি ?

Debabrata Saha.

Scanned by CamScanner